ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'নিয়ত' এ গোয়েন্দা হয়ে ফিরছেন বিদ্যা

পৃঃ ৫

মেসির পরে সুনীল ছেত্রী

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : www.bengali.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৭৭ ● কলকাতা ● ১২ আষাঢ়, ১৪৩০ ● বুধবার ● ২৮ জুন, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

নির্বাচন কমিশনারের ঘরে ঢুকে

তাঁকে লম্পট, মাতাল বলতে ছাড়লেন না শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলার রাজনীতিতে 'কুকথা'র স্রোত বহমান। সেই ধারাবাহিকতায় এবার নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহার ঘরে ঢুকে তাঁকে লম্পট, মাতাল ইত্যাদি বলে গালমন্দ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যা দেখে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, রাজনীতিতে ন্যূনতম শিষ্টাচার থাকবে না কেন?

যদিও শুভেন্দু ঘনিষ্ঠদের বক্তব্য, ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্র ভাষা বলা যায়। কিন্তু যিনি যেমন ভাষা বোঝেন, তাঁকে তেমন ভাষা বলাটাই উচিত। নইলে তাঁর মাথায় ঢোকে না! বিরোধী দলনেতা এও বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর রায়কে চ্যালেঞ্জ করে যেদিন নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল, সেদিনই বোঝা হয়ে গিয়েছে রাজীব সিনহা কী! সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিও প্রশ্ন তুলে বলেছেন, রাজ্য সরকার চালান রাজনীতি করা লোকজন। তাঁরা কেন্দ্রীয় বাহিনীতে আপত্তি জানাতে পারে? কিন্তু কমিশন কেন আসবে? এদিন ডায়মন্ড হারবারের ৬০ নম্বর জেলা পরিষদের আসনে বিজেপি প্রার্থী পিঙ্কি হালদারকে নিয়ে কমিশনের দফতরে গিয়েছিলেন শুভেন্দু, অগ্নিমিত্রা পলরা। বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এই যে রাজীব সিনহা, একটা

এরপর ৩ পাতায়

বড় বিপদ থেকে রক্ষা মমতার,

তবে চোট পায়ে ও কোমরে, খোঁজ নিলেন রাজ্যপাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্রান্তির সভা সেরে মঙ্গলবার দুপুরেই উড়ানে কলকাতায় ফেরার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। পূর্ব নির্ধারিত সূচি মেনেই জলপাইগুড়ি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে ফেরার জন্য ওড়ে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার। কিন্তু, মাঝ আকাশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পড়ে কপ্টারটি। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর ওই কপ্টারটিকে জরুরি অবতরণ করানো হয় সেবক এয়ার বেসে। এর আগে গত বছর উত্তরপ্রদেশ থেকে ফেরার সময়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মুখে পড়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর উড়ান। প্রবল ঝাঁকুনি হয়ে হঠাত অনেকটা নেমে এসেছিল উড়ানটি। বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর বেশ কিছুক্ষণ সেবক এয়ার বেসেই নিরাপদে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সহ বাকিরা। পরে সড়ক পথে বাগডোগরা পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। সন্ধ্যার মধ্যেই পৌঁছে যাবেন কলকাতায়। সূত্রের খবর, এদিনের ঘটনায় কোমরে ও পায়ে চোট পেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যথা অনুভব করছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে কলকাতা বিমানবন্দর চত্বরে টার্মিনালের ভিতরে একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে সেই অ্যাম্বুলেন্সে করেই মুখ্যমন্ত্রীকে বিমানবন্দর থেকে এসএসকেএমে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। তৈরি রয়েছে গ্রিন করিডর। এসএসকেএম হাসপাতাল চত্বরেও প্রয়োজনীয় পুলিশি নিরাপত্তারও রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার দুর্যোগের পরেই তাঁর স্বাস্থের খোঁজ নিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যপাল নিজেও এখন উত্তরবঙ্গে রয়েছেন। টুইটারে মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার কথা নিজেই জানিয়েছেন রাজ্যপাল। মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার

এরপর ৩ পাতায়

ভারতীয় সেনায় লুকিয়ে পাক নাগরিক?

সিআইডির সঙ্গে তদন্তে সিবিআইও, নির্দেশ হাই কোর্টের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় সেনায় পাক নাগরিক? খুঁজে বের করতে তদন্তে করবে সিবিআই। তদন্ত চালিয়ে যাবে সিআইডিও। মঙ্গলবার এমনই নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। সমস্ত তদন্তকারী সংস্থাকে সেনার সঙ্গে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে জানিয়ে দিয়েছে আদালত। রাজ্যের বক্তব্য শুনে বিচারপতি মান্থা নির্দেশ, 'সিআইডি, সিবিআই ও সেনাকে দেশের নিরাপত্তার জন্য একযোগে কাজ করতে হবে। কোনওভাবে যেন সেনার সঙ্গে সিবিআই বা সিআইডি র সংঘাত না হয়। কারণ এখানে মূল ঘটনা সেনার ভিতরে।' আদালত জানিয়েছে, সেনা ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি একযোগে তদন্ত করবে। রাজ্যের সিআইডি তাদের হাতে আসা তথ্য নথি ও সহযোগিতা সেনাকে দিয়ে সাহায্য করবে। সিবিআই প্রাথমিক অনুসন্ধান করবে। সেনা প্রয়োজনে রিপোর্ট দিতে পারে। আগামী শুনানিতে সিবিআই ও সিআইডিকে তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট দিতে হবে। ২৬ জুলাই পরবর্তী শুনানি। বিচারপতি মান্থার নির্দেশ, দেশের নিরাপত্তায় সব পক্ষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সিআইডির তদন্তে এটা স্পষ্ট যে অভিযোগের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

এরপর ৩ পাতায়

আপনি কি
বি এড
করিতে চান?

ভর্তি চলছে

তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
নিউজ সারাদিনের স্টাডি সেন্টারে

ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা
আজই যোগাযোগ করতে পারেন।

মোবাইল :৯৫৬৪৩৮২০৩১

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে Spot Exam এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

নিউজ সারাদিন প্রকাশনী থেকে আপনি কি
বই প্রকাশ করাতে চান,
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন

যে কোনো বই প্রকাশ করতে পারেন।

গল্প ● উপন্যাস ● কবিতা ও অন্যান্য

যোগাযোগ : ৯৫৬৪৩৮২০৩১

ফের রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তাল

ও রক্তাক্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের দিনহাটা

হরিপদ রায়, কোচবিহার : নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে ফের রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তাল ও রক্তাক্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের গিতালদহের জারিধরলা এলাকা। মঙ্গলবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে বাবু হক নামে এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু ঘটে। আরও ছয় জন গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি গুলিবিদ্ধ হয়। ছয় জনই তৃণমূলের কর্মী বলে পরিচিত। এই হামলার সঙ্গে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরাও জড়িত রয়েছে, এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। এদিনের এই ঘটনায় আহতদের প্রথমে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিস্থিতি অবনতি হওয়ায় তাদের কোচবিহার এমজেএম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন চিকিৎসক। ঘটনার খবর পেয়ে জেলা পুলিশ সুপার সুমিত কুমার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানিরাজ এক বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে জারিধরলা এলাকায় যান এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেন। পুলিশের তরফ থেকে বিএসএফের সহযোগিতায় বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবি-র সঙ্গে কথা বলেন জেলা পুলিশ সুপার ও অন্যান্য আধিকারিকরা। পঞ্চায়েত ভোটের কারণে জারিধরলা এলাকায় এদিন থেকেই পুলিশ ক্যাম্প বসছে বলে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযোগের তির বিজেপির বিরুদ্ধে। যদিও তাদের বিরুদ্ধে ওঠাও অভিযোগ বিজেপি দলের তরফ থেকে অস্বীকার করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের গিতালদহের জারিধরলা প্রত্যন্ত এলাকা। এই এলাকার একদিকে বাংলাদেশ সীমান্ত, অপরদিকে ধরলা নদী ঘেরা। এদিন ভোরে তৃণমূল ও বিজেপি দু'টি দলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই সংঘর্ষে বোমাবাজি ছাড়াও রীতিমতো গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। রীতিমত যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা নেয় বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় বাবু হক নামে এক তৃণমূল কর্মীর ঘটনার স্থলেই মৃত্যু ঘটে। এছাড়াও ছয় জন গুলিবিদ্ধ হয়। যারা গুলিবিদ্ধ হয় তারা হল রেজ্জাক হোসেন, রতন বর্মন, মিজানুর হক, মমিনুল হক, শাকিল হক এবং অর্জুন বর্মন। এরা সকলেই তৃণমূলের কর্মী বলে দাবি করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ সকলকেই প্রথমে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করা হয়। পরিস্থিতি অবনতি হওয়ায় তাদের কোচবিহারে স্থানান্তর করা হয়। এই ঘটনায় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচন্ড আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে জেলা পুলিশ সুপার সুমিত কুমার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানিরাজ সহ এক বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে। তারা বিএসএফের সহযোগিতায় বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-র আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

ঘটনাস্থল থেকে ফিরে এসে জেলা পুলিশ সুপার সুমিত কুমার বলেন, দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। একজন মারা গিয়েছে এবং ছয় জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছে। এর সঙ্গে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা জড়িত রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারণ ওই এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই । পাশাপাশি তিনি বলেন, বিএসএফের সহযোগিতায় বিজিবি-র আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। জারিধরলা গ্রামে পুলিশ বসানো হচ্ছে।

জারিধরলা গ্রামের ঘটনা নিয়ে রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, বাংলাদেশ থেকে এসে গুলি চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। বিজেপি তাদের নিয়ে এসেছে। বিজেপির মন্ত্রী ও নেতা বিভিন্ন রাজ্য থেকে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে সমাজবিরোধীদের নিয়ে এসে গুন্ডাদের নিয়ে এসে কোচবিহার জেলা সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। জারিধরলা এমন একটি এলাকা যেখানে বিএসএফের নজর ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়। তারপরেও আক্রমণ হলো, বিএসএফ কি করলো। পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিএসএফের এক্তিয়ার। সেখানে কাঁটাতারের বেড়া নেই। সেখানে অতর্কিতে বাংলাদেশ থেকে এসে ছয় জনকে গুলি করল, একজনকে হত্যা করল। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজের দাপট প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই ধরনের উস্কানি দিয়েছে। রাজ্যপালকে বলব আপনি অশান্তির এলাকা দেখবেন বলেছেন। দিনহাটায় আসুন, দেখুন কারা অশান্তি করছে। অবিলম্বে বিষয়টি নিয়ে রাজ্যপালের তদন্ত করে দেখা উচিত।

এ বিষয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, জারিধরলা এলাকার ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোন সম্পর্ক নেই। এখানে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে। ফলে তৃণমূলের বিক্ষিপ্ত গোষ্ঠীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত ভোটে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে দিনহাটায় বেশ কিছু কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে। তারা গিতালদহ এলাকায় রুট মার্চ করেছে। অথচ এরপরেও এই ঘটনা মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে, এখানে পঞ্চায়েত ভোট শান্তিতে হবে তো!

কেডিএম কলকাতায় এক্সক্লুসিভ স্টোর চালু করলো

কেডিএম জ্যাসনা টিম পশ্চিমবঙ্গের 'প্রত্যেক বাড়িতে' কেডিএম-এর পণ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য কলকাতায় এল

Kolkata, June 26, 2023: নিউজ সারাদিন : লিডিং লাইফস্টাইল এবং মোবাইল অ্যাকসেসরিজ ব্র্যান্ড কেডিএম কলকাতায় এক্সক্লুসিভ স্টোর খুলে প্রাণবন্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তার উপস্থিতি জোরদার করেছে এই স্টোরে মোবাইল চার্জার, ইয়ারফোন, স্পিকার, নেকব্যান্ড এবং এয়ারপড থেকে শুরু করে মোবাইল এক্সেসরিজ এবং লাইফস্টাইল সেগমেন্টের অধীনে হেডফোন পর্যন্ত বিভিন্ন পণ্য পাওয়া যাবে। একটি ব্র্যান্ড হিসাবে কেডিএম নিজেকে একটি নেতৃস্থানীয় জীবনধারা এবং মোবাইল আনুষাঙ্গিক ব্র্যান্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এদের একটি শক্তিশালী বিতরণ নেটওয়ার্ক রয়েছে যা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে যা ভারতের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে উদ্ভাবনী মোবাইল আনুষাঙ্গিক এবং লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড তৈরির যাত্রাকে উন্নত করেছে।

কলকাতায় স্টোর খোলার পূর্বসূচীতে, কেডিএম পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত চ্যানেল অংশীদারদের জন্য কলকাতার জেডব্লিউ ম্যারিয়টে একটি পরিবেশক এবং বিক্রেতাদের বৈঠকের আয়োজন করে।

এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেডিএমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী এন ডি মালি বলেন, "আমরা প্রাণবন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য জুড়ে আমাদের পদচিহ্ন ছড়িয়ে দিয়েছি, আমরা কলকাতা এবং বাকি পশ্চিমবঙ্গে আমাদের জীবনধারা এবং মোবাইল আনুষাঙ্গিক পণ্যগুলির জন্য বিশাল সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। এক্সক্লুসিভ কেডিএম স্টোর খোলা এবং আমাদের চ্যানেল অংশীদারদের মধ্যে উচ্চ আত্মা জাগিয়ে তোলা পশ্চিমবঙ্গে কেডিএম-এর পণ্যগুলিকে 'প্রতিটি বাড়িতে' নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা। এই উদ্দেশ্যে আমরা এক্সক্লুসিভ কেডিএম স্টোর চালু করেছি এবং আমাদের চ্যানেল অংশীদারদের মধ্যে একটি অসাধারণ উত্তেজনা তৈরি করছি। এই অঞ্চলে আমাদের ব্র্যান্ডকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গে আমাদের চ্যানেল পার্টনার হিসেবে পারভেজ আলম এর - এক্সেল ট্রেডার্সকে বেছে নিয়েছি।"

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত, কেডিএমের সহ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রী বি এইচ সুথার বলেন, "কলকাতা শহর সিটি অফ জয় হিসেবে পরিচিত এবং কেডিএমএর মন্ত্র হল 'তোমার মনের ইচ্ছা পূরণ করো', উভয়ই আপনার হৃদয়কে অনুসরণ করে, যা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সাথে ভালভাবে মিলিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের যুবকরা সর্বদা গুণমান এবং স্টাইলএর জন্য প্রচেষ্টা করে, যা কেডিএমের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সাহায্য করে।

রাতের অন্ধকারে বিজেপির পোস্টার

ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

সানু ইসলাম : ২৭জুন: নিউজ সারাদিন : রাতের অন্ধকারে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে লাগানো ব্যানার পোস্টার ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ। তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন মালদা জেলা পরিষদের বিজেপি প্রার্থী রঞ্জিত গুপ্ত। রুতুয়ার সামসি এলাকার ঘটনা।তার অভিযোগ রাতের অন্ধকার ে তাদের সমর্থনে লাগানো ব্যানার পোস্টার ছিড়ে ফেলা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস এই ঘটনা ঘটাচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শুভময় বসু বলেন, বেশ কয়েকদিন ধরে ওই এলাকায় তৃণমূলের ব্যানার পোস্টার ছেড়া হচ্ছে। বিজেপি এই কাজ করছে। আর সেখান থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে নিজেরাই নিজেদের পোস্টার ছিড়ে তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে।

ভোটের আগে বিজেপি ছেড়ে

তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান

পার্থ ঝা, নিউজ সারাদিন, মালদহ : আর মাএ কয়েকদিন পরেই গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন।তাঁর আগে আবারো বিজেপিতে ভাঙ্গন ধরালো তৃণমূল।মঙ্গলবার,মালদার মানিকচকের নূরপুর অঞ্চলের গোবিন্দপুর এলাকায় যোগদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।জানা গেছে,নূরপুর অঞ্চলের ১২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হয়েছেন অরূপ কুমার দাস।তাঁর হাত ধরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নিলেন মালদা জেলা বিজেপি সদস্য গোপাল সরকার সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীরা। এই যোগদানের ফলে ওই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস আরো মজবুত হল বলে মনে করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।আরো জানা গেছে,দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি করতেন গোপাল সরকার। বিজেপি দলে পুরনোদের কোন মর্যদা নেই তাই তিনি বিজেপি ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এবিষয়ে সদ্য তৃণমূলে যোগদানকারী গোপাল সরকার জানান,আমি দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় জনতা পার্টীর মালদা জেলা কমিটির সদস্য ছিলাম। এখন বর্তমানে পুরনো বিজেপি নেতা কর্মীদের কোন মূল্য বা মর্যদা নেই।তাই আমি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলাম।অন্যদিকে এবিষয়ে তৃণমূল নেতা অরূপ কুমার দাস জানান,নূরপুর অঞ্চলে বিজেপি পাটীর কোন অস্তিত্ব নেই।এখন বর্তমানে পুরনো বিজেপি নেতাদের কোন মর্যদা নেই।আজ মালদা জেলা বিজেপি কমিটির সদস্য গোপাল সরকার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন।আমি তাকে তৃণমূলে স্বাগতম জানাচ্ছি। আগামীদিনে মানিকচকের মাটিতে বিজেপি দলের কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

ছোটভাইকে বলব ভাঙড়ে গন্ডগোল

কম করতে'খোঁচা সওকতের

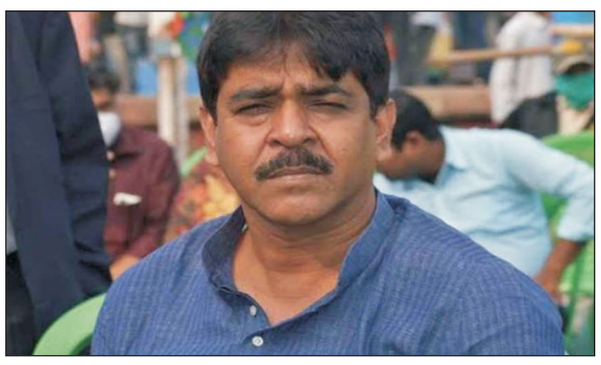

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : বিধানসভায় হঠাতই এক ফ্রেমে ধরা পড়লেন দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রথমে বিধানসভায় আসেন সওকত মোল্লা। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে চলে যাওয়ার পর, সেখানে পৌঁছন ভাঙড়ের আই এস এফ বিধায়ক। তখনই ফের চলে আসেন ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক। বিধানসভার সিড়ির কাছে মুখোমুখি হয়ে যান দু'জনে।অন্যদিকে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পর রবিবারই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেয়েছেন আই এস এফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকি। তাঁর হুগলির ফুরফুরা শরিফের বাড়িতে পৌঁছে গেছে সি আই এস এফ -এর সাতজনের একটি টিম। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা পেলেও, পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন নৌশাদ।উল্টে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ তুললেন তিনি। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই সওকত মোল্লাকে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দিয়েছে রাজ্য সরকার।হাসি মুখে সৌজন্য বিনিময়ও হল ভাঙড়ের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকি ও ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক সওকত মোল্লার । একে অপরকে দাদা-ভাই বলে সম্বোধন করলেও, চলল কটাক্ষও।

তৃণমূল বিধায়ক সওকত হাসিমুখেই বললেন, 'গণতান্ত্রিকভাবেই নির্বাচন হবে। এক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা নেই। আমি আমার ছোট ভাই নৌশাদ ভাইকে বলব যে ভাঙড়ে গন্ডগোলটা একটু কম করতে'। যে খোঁচা শুনেই পাল্টা ফিরিয়ে দিলেন আইএসএফ বিধায়কও। নৌশাদও ততক্ষণাত সওকতের উদ্দেশে বললেন, 'বড় দাদাই জানে, বাইরে থেকে কোথায় কে লোক নিয়ে আসছে না নিয়ে আসছে। ইনি আমার থেকে ভাল জানবেন। ওনার হাতে পুলিশ থেকে শুরু করে সব আছে। বড় দাদা যদি ইচ্ছা করে তাহলে ছোট ভাইকে গাইড করিয়ে যাতে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে জেলা পরিষদে যাতে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন।'

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বের মাঝে চূড়ান্ত অশান্ত হয়ে উঠেছিল ভাঙড়। তৃণমূল-আইএসএফ সংঘর্ষে প্রাণ গেছে ৩ জনের। তৃণমূল কর্মীর খুনে গ্রেফতার হলেও, আইএসএফ কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ । অবশ্য এক ফ্রেমে সৌজন্য বজায় রেখে একে অপরের প্রতি হালকা খোঁচা চললেও, আলাদা হতেই ভাঙড়ে অশান্তি নিয়ে ফের একে অপরের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন দুই নেতা। সওকত মোল্লার কটাক্ষ, আইএসএফ না থাকলে সন্ত্রাসই হত না ভাঙড়ে। পাল্টা নৌশাদ সিদ্দিকির আক্রমণ, 'বাইরে থেকে লোক আনছে তৃণমূলই'। প্রথমে সৌজন্য, পরে একে অপরকে আক্রমণ! এবার ভোটের দিন কী হয়, সেটাই দেখার।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

ভারতীয় সেনায় লুকিয়ে পাক নাগরিক? সিআইডির সঙ্গে তদন্তে সিবিআইও, নির্দেশ হাই কোর্টের

ভারতীয় সেনায় পাকিস্তানি নাগরিককে নিয়োগের অভিযোগ ওঠে। দুই পাকিস্তানি নাগরিক এই মুহূর্তে বারাকপুরে সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে কাজ করছে বলে অভিযোগ তুলে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। অবিলম্বে সিআইডি -কে অভিযোগ গ্রহণের নির্দেশও দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। সেই মামলাতে এদিন সিবিআইকেও প্রাথমিক তদন্ত শুরুর নির্দেশ দেন বিচারপতি। তবে সমান্তরালভাবে সিআইডিও তদন্ত চালিয়ে যাবে।এদিন আদালতে রাজ্য জানায়, 'অভিযোগের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। আমরা যা পেয়েছি তাতে অভিযোগ গুরুতর বলেই মনে হচ্ছে। যথেষ্ট সিরিয়াস ইস্যু।' তারা জানিয়েছে,

' সি আই ডি বেশকিছু তথ্য পেয়েছে। আমাদের তথ্য অনুযায়ী ইতিমধ্যে ভারতীয় সেনা অভিযুক্ত একজনকে গ্রিল করেছে। কিছু পদক্ষেপ করেছে সেনা। কিন্তু গ্রেপ্তার না কি আটক সেটা বলতে পারব না।' রাজেয়র দাবি, 'এই ঘটনার গভীরতা কতটা সেটা বুঝতে পারছি না। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, অসম-সহ বহু রাজ্যের যোগ আছে। আমরা ছাপাখানা চিহ্নিত করেছি। যেখানে ডমিসাইল সার্টিফিকেট-সহ জাল নথি ছাপা হয়।'

১-ম পাতার পর

বড় বিপদ থেকে রক্ষা মমতার, তবে চোট পায়ে ও কোমরে, খোঁজ নিলেন রাজ্যপাল

নিরাপদে অবতরণ করায় তিনি স্বস্তি পেয়েছেন বলেও জানিয়েছেন।

এদিন দুপুরে জলপাইগুড়ির ক্রান্তিতে পঞ্চায়েতের প্রচার সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকেই বাগডোগরা হয়ে উড়ানে কলকাতায় ফেরার কথা ছিল তাঁর। সাধারণত ক্রান্তি থেকে বাগডোগরা কপ্টারে যেতে সময় লাগে ১১ মিনিট। ওড়ার কিছু ক্ষণের মধ্যেই দুর্যোগের মুখে পড়ে কপ্টার। বৈকণ্ঠপুর জঙ্গলের কাছে মাঝ আকাশে প্রবল দুর্যোগের কবলে পড়ে মমতার কপ্টার। তখনই বিপদ বুঝে পাইলট সেবক এয়ার বেসের দিকে কপ্টারটি ঘুরিয়ে দেন। সেবক এয়ার বেসেই কপ্টারটিকে জরুরি অবতরণ করা হয়।

১-ম পাতার পর

নির্বাচন কমিশনারের ঘরে ঢুকে তাঁকে লম্পট, মাতাল বলতে ছাড়লেন না শুভেন্দু

লম্পট, রেজিস্টার্ড মাতাল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোষ্য। আজকে বলে এসেছি, এরপর এখানে এসে বসে থাকব। আপনার লালবাজারের বাবাদের বলবেন আমাদের তুলে নিয়ে যেতে।' এর আগে একদিন রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের উদ্দেশে 'লাথখোর' বলেছিলেন বিরোধী দলনেতা।

পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিরোধী দল বা বিরোধী দলনেতার সমালোচনা থাকতেই পারে। তা যে সব সময়ে অমূলক তাও না। কিন্তু নির্বাচন কমিশনারের পদটি সাংবিধানিক পদ। দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির গরিমা খাটো করলে আখেরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকের বক্তব্য, বিরোধী দলনেতারও সাংবিধানিক মর্যাদা রয়েছে। ফলে বিরোধী দলনেতা যদি নির্বাচন কমিশনার সম্পর্কে শব্দ চয়নে সতর্ক না হন তাহলে সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক সংস্কৃতিটাই কলুষিত হয়।

দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন',

মমতার শারীরিক অবস্থা নিয়ে চিন্তিত পার্থ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গ্রেফতার হয়েছেন। জেলে রয়েছেন। বার বার জামিনের কাতর আর্জি জানিয়েও লাভ হয়নি। জেলেই রয়ে গিয়েছেন তিনি। এদিকে দলও তাঁকে সব দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে। নিরাপদ দূরত্ব রাখছেন দলের নেতারা। কিন্তু জেলে থেকেও দলের হয়ে গলা ফাটিয়ে গিয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বার বার।উল্লেখ্য, এর আগে যতবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ উঠেছে, ততবারই তৃণমূল নেতৃত্ব স্পষ্ট করে দিয়েছে দুর্নীতির সঙ্গে কোনও আপস নয়। উদাহরণ হিসেবে, পার্থ চট্টোপাধয়ায়ের পরিণতির কথাও অনেক শাসক নেতা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে এবং দলের সব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পার্থবাবু যেন জেলে থেকে বার বার বোঝানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তিনি দলের সঙ্গেই রয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে চোট পাওয়ার কথাও তাঁর কানে গিয়েছে। আর সেই খবর পাওয়ার পর নেত্রীর শারীরিক অবস্থার কথা ভেবে চিন্তিত পার্থ। মুখ্যমন্ত্রী যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন, সেই কথাও বলেছেন তিনি। বললেন, 'দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন।' ভগবানের কাছে এটাই প্রার্থনা তৃণমূলের প্রাক্তন মহাসচিবের।

মঙ্গলবার পার্থ চট্টোপাধয়ায়কে আবার আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আলিপুর আদালত তাঁকে আবার ১১ জুলাই পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটটাও জেলেই কাটাতে হবে তাঁকে। অতীতে দলের অনেক গুরু দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। দলের প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। কিন্তু এখন তিনি জেলে। কবে জামিন পাবেন, কোনও ঠিক নেই। আদালতে মাঝে মধ্যে নিজের শারীরিক অসুস্থতার কথাও বলতে শোনা গিয়েছে তাঁকে। কখনও নিজে, কখনও আইনজীবী মারফত। কিন্তু এত সব ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যেই দলনেত্রীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে বেশ চিন্তিত পার্থ।শুধু এখন বলে নয়, আগেও বার বার দলের প্রতি এবং দলনেত্রীর প্রতি নিজের আনুগত্য বোঝাতে চেয়েছেন পার্থ। এর আগে যখন তৃণমূল কংগ্রেস জাতীয় দলের তকমা হারিয়েছিল, তখনও পার্থ মুখ খুলেছিলেন। দল যে আবার জাতীয় দলের তকমা ফিরে পাবে, সেই নিয়ে বেশ আশাবাদী ছিলেন নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কখনও আবার ঘাসফুলের প্রাক্তন মহাসচিবকে বলতে শোনা গিয়েছে, তৃণমূলের ক্ষতি কেউ কখনও করতে পারবে না।

সরকারের ই-মার্কেট প্লেসের মাধ্যমে কেনাকাটা

বিগত ৩ বছরে ১০ গুণ বেড়েছে: কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী পীযুষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প এবং গ্রাহক বিষয়ক ও খাদ্য এবং গণবন্টন ও বস্ত্রমন্ত্রী শ্রী পীযুষ গোয়েল বলেছেন, সরকারের ই-মার্কেট প্লেসের (জেম) মাধ্যমে কেনাকাটা বিগত ৩ বছরে ১০ গুণ বেড়েছে। মন্ত্রী জেম-এর সঙ্গে যুক্ত সকলের প্রশংসা করেন। নতুন দিল্লিতে তিনি গতকাল জেম আয়োজিত 'ক্রেতা-বিক্রেতা গৌরব সম্মান সমারোহ ২০২৩-এর' ভাষণ দিচ্ছিলেন। শ্রী পীযুষ গোয়েল পুরস্কার প্রাপকদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। দেশের সরকারি ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসায় সংশ্লিষ্ট সকলের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যেভাবে স্বচ্ছ ও কার্যকরভাবে কেনাকাটা লক্ষ্য নিয়েছেন তা পূরণে জেম বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বিগত ৭ বছরে এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে।

শ্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি দপ্তরগুলিতে বিভিন্ন জিনিস ক্রয় করার সময় জেম ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কর দাতাদের অর্থ সঞ্চয় হচ্ছে। মন্ত্রী আশা-প্রকাশ করেন ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে সরকারি পোর্টাল জেম-এর মাধ্যমে পণ্য ক্রয়ের পরিমান ৩ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়াবে। ইতিমধ্যেই তা ২ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।

মন্ত্রী আরও জানান বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক এই ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে অবিরাম চেষ্টা চালাচ্ছে। জেম-এ একটি নতুন ব্যবস্থাপনা আনা হয়েছে। শ্রী গোয়েল বলেন, ভারতের বৃহত্তম সফটওয়্যার রপ্তানীকারক টিসিএস ভারত সরকারের পোর্টাল জেম-এর রক্ষণাবেক্ষণ করছে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী অনুপ্রিয়া প্যাটেল, জেম-এর সিইও শ্রী পি কে সিং এবং সরকারের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা। পুরস্কার প্রদান করেন শ্রী পীযূষ গোয়েল এবং শ্রীমতী অনুপ্রিয়া প্যাটেল।

জেম সরকারি ক্রেতা-বিক্রেতাদের সাফল্য উদযাপনের জন্য এই ক্রেতা-বিক্রেতা গৌরব সম্মান সমারোহ ২০২৩ আয়োজন করেছিল। ৩১ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত জেম-এ ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমান ২ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক সব কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরগুলির পণ্য কেনাকাটার জন্য অনলাইন ব্যবস্থাপনা ই-মার্কেট (জেম পোর্টাল) চালু করে। জেম-এর আওতায় ৬৩ হাজারের বেশি সরকারি ক্রেতা সংগঠন রয়েছে এবং ৬২ লক্ষের বেশি বিক্রেতা ও পরিষেবা প্রদানকারী রয়েছে।

ই-সেবা কেন্দ্র সকলের জন্য ন্যায় বিচার এবং

ডিজিটাল ডিভাইডের মধ্যে সেতুবন্ধ গড়ছে

নতুন দিল্লি, ২৭ জুন, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ২৫টি হাইকোর্টের অধীন ৮১৫টি ই-সেবা কেন্দ্র আদালতের জনকেন্দ্রিক পরিষেবা এবং মামলা সম্পর্কিত তথ্য সমস্ত অংশীদারের কাছে সহজে পৌঁছে দিচ্ছে। ই-সেবা কেন্দ্র সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, এই কেন্দ্রগুলি ডিজিটাল ডিভাইড দূর করে আইনজীবি এবং মামলাকারীদের কাছে ই-ফাইলিং পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে। সবকটি হাইকোর্ট এবং একটি জেলা আদালতকে নিয়ে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে চালু হওয়া এই পরিষেবাকে এখন সমস্ত আদালত ক্ষেত্রে প্রসার ঘটানো হচ্ছে। আইনজীবি অথবা মামলাকারী যাতে তথ্য সাহায্য পেতে পারেন সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ই-ফাইলিং-এর সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য সমস্ত আদালত ক্ষেত্রের প্রবেশ মুখে ই-সেবা কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। মহারাষ্ট্রের নাগপুরে ৩০ অক্টোবর, ২০২০ ভারতের প্রথম ই-রিসোর্স কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। ই-রিসোর্স কেন্দ্র অর্থাৎ 'ন্যায় কৌশল' দেশের সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট এবং জেলা আদালতগুলিতে মামলার ই-ফাইলিং-এর সুযোগ করে দেয়। এতে আইনজীবি এবং মামলাকারীরা অনলাইনে আদালত পরিষেবার সুযোগ পান। প্রযুক্তিগত ব্যয়ভার বহনে অক্ষমদের ক্ষেত্রেও এই পরিষেবা বিশেষ সাহায্যকারী হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন সময় সাশ্রয় হয়, তার পাশাপাশি পরিশ্রমের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং দীর্ঘ পথ সফরেরও দরকার হয়না। এছাড়াও দেশজুড়ে মামলার ই-ফাইলিং-এর সুযোগ সম্প্রসারিত হওয়ায় ব্যয়ভারও লাঘব হয়। কারণ, ই-আদালত পরিষেবার মাধ্যমে ভার্চুয়াল মাধ্যমে শোনা যায় এবং মামলা খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পাওয়া যায়।

বিশ্বের বৃহত্তম নগর এলাকার স্বচ্ছতা

বিষয়ক সর্বেক্ষণের অষ্টম পর্ব শুরু হয়েছে

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : বিশ্বের বৃহত্তম নগর এলাকার স্বচ্ছতা বিষয়ক সর্বেক্ষণের অষ্টম পর্ব-স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২৩ মেরা শহর, মেরি পহচান বা আমার শহর, আমার পরিচয় শুরু হতে চলেছে। দেশের আবাসন ও নগরোন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রক পয়লা জুলাই থেকে এই সর্বেক্ষণের কাজ শুরু করবে। দেশের ৪৫০০টির বেশি শহরে এই সমীক্ষা চালানো হবে। শেষ হতে এক মাস মতো সময় লাগবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১৬ সালে শহরগুলির সুসংহত স্বচ্ছতার লক্ষ্যে নগর ও আবাসন মন্ত্রক এই স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ শুরু করে। পাশাপাশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এর অন্যতম মূল লক্ষ্য। নাগরিকদের সর্বোচ্চ মানের পরিষেবা দেওয়ার জন্য শহরগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা গড়ে তোলার জন্যই এই সমীক্ষা। স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২৩-এর জন্য রাজ্যগুলি সব রকম প্রস্তুতি নিয়েছে। বিগত দু-মাসে তীব্র তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি এড়িয়ে পয়লা জুলাই থেকে ফের এই কাজ শুরু হচ্ছে। নগর ও আবাসন মন্ত্রকের সচিব শ্রী মনোজ যোশী ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে বলেন, বিগত ৭ বছরের স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ স্বচ্ছ ভারত মিশনের নানান দিক তুলে ধরেছে। স্বচ্ছতার মানোন্নয়নের জন্য এই সর্বেক্ষণ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সচিব সাফাই মিত্রদের গুরুত্ব ও তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়ে জোর দেন। বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে তিনি বলেন, মূল উৎস থেকেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জরুরি। এই সর্বেক্ষণ শহরগুলিকে স্বচ্ছতার মানোন্নয়নে উৎসাহিত করবে বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি। স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২৩-এ যে বিষয়গুলিতে জোর দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহ, দিবাঙ্গ বান্ধব শৌচাগার, উন্নতমানের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। 'ম্যানহোল'গুলিকে মেশিনহোল-এ পরিবর্তিত করার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সাফাই মিত্রদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে এটি বিশেষ জরুরি। এই ক্ষেত্রে নম্বর বাড়ানো হয়েছে। নতুন যে বিষয়টি এবারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হল বর্জ্য থেকে বিনোদন পার্ক।

স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২৩ শুরু হয় ২০২২ সালের ২৪ মে। শহরগুলির জনগণের কাছ থেকে স্বচ্ছতা সম্পর্কে বিভিন্ন মানদন্ডের বিষয়ে টেলিফোনে মতামত গ্রহণ করা হয়। নর্দমা, বাজার, বাড়ির আশপাশের এলাকা ইত্যাদির স্বচ্ছতা সম্পর্কে জনগণের মতামত চাওয়া হয়। বিভিন্ন মাধ্যম জনগণের মতামত সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ভোট ফর মাই সিটি অ্যাপ, ভোট ফর মাই সিটি পোর্টাল, মাইগভ অ্যাপ, স্বচ্ছতা অ্যাপ এবং কিউআর কোড। পয়লা জুলাই থেকে নাগরিকরা কিউআর কোড স্ক্যান করে তাদের মতামত জানাতে পারবেন। বিভিন্ন রাজ্য ও শহরগুলিতে এই সর্বেক্ষণের কাজ পর্যালোচনার জন্য একটি জাতীয় দল গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রকের তরফ থেকে একটি বিশেষ দলও পাঠানো হবে। স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ শহর এলাকার মানচিত্র বদলে দিতে সক্ষম হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্য ও শহরগুলিকে জঞ্জালমুক্ত করে তোলার লক্ষ্যে এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

ন্যায্য দামে ক্রেতাদের কাছে অড়হর ডাল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ

নতুন দিল্লি, ২৭ জুন, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ভারতে আমদানি করা অড়হর ডালের জোগান পর্যাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিজস্ব মজুত থেকেই পর্যায়ক্রমে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রেখে এই ডাল বাজারে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি অনলাইনে নিলামে যাতে উপযুক্ত মিল মালিকরা এই ডাল সংগ্রহ করতে পারেন, সেজন্য জাতীয় কৃষি সমবায় বিপণন ফেডারেশন (এনএএফইডি) এবং জাতীয় সমবায় ক্রেতা ফেডারেশন (এনসিসিএফ)-কে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ক্রেতা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রকের অধীনস্থ ক্রেতা বিষয়ক দপ্তরকে। চাহিদা অনুযায়ী ক্রেতারা যাতে ন্যায্য দামে অড়হর ডাল কিনতে পারেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে উপযুক্ত পরিমাণে ডাল নিলাম করা হবে। কালোবাজারি ও মজুতদারি রুখতে অত্যাবশ্যক পণ্য আইন, ১৯৫৫ অনুযায়ী, চলতি বছরের ২ জুন অড়হর ও বিউলির ডালের মজুতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের নির্দেশিকায় ২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত অড়হর ও বিউলির ডালের মজুতের ক্ষেত্রে সবকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মজুতের সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই দুটি ডালের প্রতিটির ক্ষেত্রে পাইকারি ব্যবসায়ীরা ২০০ মেট্রিকটন এবং খুচরো ব্যবসায়ীরা ৫ মেট্রিকটন মজুত করতে পারবেন। বড় চেইনের খুচরো ব্যবসায়ীরা প্রতিটি আউটলেটে ৫ মেট্রিকটন এবং প্রতিটি ডিপোতে ২০০ মেট্রিকটন মজুত করতে পারবেন। অন্যদিকে, গত তিন মাসের উৎপাদন বা বার্ষিক ক্ষমতার ২৫%, এই দুটির মধ্যে যেটি বেশি হবে, সেই পরিমাণ ডাল মিল মালিকরা সংগ্রহ করতে পারবেন। কোথায় কত ডাল মজুত করা রয়েছে, তা পোর্টালের (https://fcainfoweb.nic.in/psp) মাধ্যমে অবশ্যই জানাতে হবে। মজুতের সীমা বজায় থাকছে কিনা, ক্রেতা বিষয়ক দপ্তর এবং রাজ্য সরকারগুলি তার ওপর প্রতিনিয়ত নজরদারি চালাবে। রাজ্য সরকারগুলি ডালের দামের ওপর নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে এবং মজুতের সর্বোচ্চ সীমা মানা না হলে, কড়া ব্যবস্থা নেবে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ১৭৭ সংখ্যা ২৮ জুন, ২০২৩ বুধবার ১২ আষাঢ়, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ভারতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের তালিকা" প্রকাশ করতে চলেছে খনি মন্ত্রক

আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে এই প্রথম "ভারতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের তালিকা" প্রকাশ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকারের খনি মন্ত্রক। খনি, কয়লা ও রেল প্রতিমন্ত্রী রাওসাহেব পাতিল দাঁভে এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই তালিকা প্রকাশ করবেন কেন্দ্রীয় কয়লা, খনি ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ যোশী। নতুন দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে ২০২৩ সালের ২৮ জুন এই অনুষ্ঠান হতে চলেছে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী, শিল্প জগতের প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ এবং পদস্থ সরকারি আধিকারিক সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ভিডিওর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ খনিজের তালিকা তুলে ধরা হবে এবং কিছু প্রধান প্রধান খনিজের তালিকাও প্রদর্শিত হবে। খনিজ সম্পদে ভারতের স্বনির্ভরতা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ খনিজের তালিকা প্রকাশ এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হতে চলেছে। উচ্চ প্রযুক্তির ইলেক্ট্রনিক্স, টেলিযোগাযোগ, পরিবহন এবং প্রতিরক্ষার মত শিল্পের ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যিক খনিজ পদার্থসমূহকে এই তালিকার মাধ্যমে চিহ্নিত করা হবে এবং সেই অনুযায়ী অগ্রাধিকার স্থির করা হবে। খনিজ ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে এই তালিকা পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। ভারত সরকার কার্বন নিঃসরণ্ডনেট জিরো করার যে অঙ্গীকার নিয়েছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই তালিকা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সিভিক ভলেন্টিয়ার পঞ্চায়েত ভোটে ব্যবহার হবে?

জরুরি নির্দেশ কমিশনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা হবে না সিভিক ভলেন্টিয়ারদের। হাইকোর্ট নির্দেশকে মান্যতা দিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সিভিক ভলেন্টিয়ার শুধুমাত্র পুলিশকে সহযোগিতা করবে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন একটু আগেই এই নির্দেশিকা দিয়েছে বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার এবং বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদের।পাশাপাশি, হলফনামা তৈরির কাজ চলছে। ২৮ জুন দুপুর দুটোয় মামলার শুনানি। কমিশন সূত্রের খবর, হাইকোর্টের শুনানির পরেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধী শিবির আগাগোড়া একাধিক দফায় ভোট গ্রহণের দাবি জানিয়ে আসছে। মামলা গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। সিভিক ভলেন্টিয়ার কে কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তার জন্য ইতিমধ্যেই যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী কাজ হবে। প্রত্যেকটি জেলার পুলিশ সুপারদের এই মর্মে নির্দেশিকা দিয়েছে। অন্যদিকে, কমিশন সূত্রের খবর আগামিকাল ২৮ জুন কার্যত নির্ধারণ হয়ে যাবে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভবিষ্যত।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আজই রাজ্যে নির্বাচন কমিশনকে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ও তার যথাযথ ব্যবহার নিয়ে হলফনামা জমা দিতে হবে হাইকোর্টে। সেই সঙ্গে যে ৩৩৭(২২+৩১৫) কোম্পানি বাহিনী এসেছে, তার প্রয়োগের রূপরেখা কী হবে, সেটাও আদালতে জানাতে হবে কমিশনকে। একই তথ্য চেয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। নতুন করে অতিরিক্ত এক কোম্পানিও কেন্দ্রীয় বাহিনী পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই।অথচ, আদালতের নির্দেশ, প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। এমতাবস্থায় ভোট গ্রহণের দফা বাড়াতে 'প্ল্যান-বি' তৈরি রাখছে কমিশন। এজন্য দফায় দফায় চূড়ান্ত পর্যায়ের বৈঠক চলছে কমিশনে।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাই তিনি সবার শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিলেন। তবে এসব সম্ভাব্য এযুগেও মানুষ যতই তাকে বঞ্চিত করুক না কেন, সে নিজে একদিন ঘুরে দাঁড়ায়। তেমনই ইতিহাস শনিদেবের।শনির ক্রূরতা সম্পর্কে সকলেই অবহিত । এমন লোক খুব কমই আছে যে শনির নাম শুনে ভীত হয় না । **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সংবাদমাধ্যমগুলোর নিরাপত্তা সংক্রান্ত স্ব-মূল্যায়ন

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

বর্তমানে সাংবাদিকদের লেখালেখির অনেকটা প্লাটফর্ম সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু তাদের হিংসার পরিমাণটাও বেড়েছে।কেউ কারো ভালো সহ্য করতে পারে না। জনপ্রিয় এবং ব্যতিক্রম কিছু "অনলাইন নিউজ পোর্টাল" আছে তাদের ভাবি আলাদা। কি হনুবে এমন ভাব। এখানে যারা লেখে তাদের নিয়মিত লেখক সম্মানী দেয়া হয় না। প্রয়োজনে তারা 'কৌশলে টাকা চায়'। আবার কেউ যদি লেখককে টাকা দেয় তো 'মাস ছয়েক কি□ংবা বছর' ধরে অপেক্ষায় থাকতে হয়। মাস শেষ হলেই প্রাপ্য সম্মানী পাওনা সেটা নিয়ে ছিনি মিনি খেলা চলে। এমন কথাটি জানতে পেরে ব্যক্তিগতভাবেই সাংবাদিকদের পক্ষ নিয়ে ফোন করেও বিস্মিত হয়েছি। অনেকেই ফেসবুকের ইনবক্সে আমাকে জানালে কষ্ট লাগে।সেই থেকে আমি হিংসা কখনো খুনীদের উপরে নিজের মতো করে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। হিংসার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের কাজে লাগায় অর্থনীতির স্বার্থে রাজনৈতিক দলের নেতারা। আমরা যারাই সমাজসেবী তারা অনেকেই উপরে একটি ভালো মানুষের মুখোশ পড়ে রয়েছি। পিছনে হিংসা ও খুনিদের মদতদাতা তেমনি বহু নেতাদের চরিত্র রূপরেখা অতি সাবধানে আমি তুলে আনতে পেরেছি।অর্থনৈতিক সঙ্গে যোগসূত্র সবকিছু সমাজসেবা ,রাজনীতি, খুন, হিংসা ছবির মূলে কিন্তু অর্থ অর্থের হিংসা। এ কথাটি অনেকেই হয়তো বিতর্ক ভাবে নিতে পারে কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে নিজেরা একটু সর্তকতা অবলম্বন করলে দেখতে পাবে, সমস্যা তৈরি করে রাজনৈতিক নেতাদের একাংশরা, সেই সমস্যা সমাধানের রাস্তা বের করে অর্থনৈতিক পেয়ে গেলে ন সেই সব নেতারা।লেখকরা সর্বদাই যে যত মোটা টাকা নিতে পারে তারা ততো শক্তির পরিধি অনেক বেশি সেটা চিটিংবাজী করে হতে পারে, বা ভয় দেখিয়ে মুনাফা নিতে পারে।সেই সব সাংবাদিকদের লেখা লেখনীতে জোর থাকুক বা নাই থাকুক টাকা আর অসৎ নেতাদের সঙ্গে আঁতাত রয়েছে।আমার জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছি সব দেশেই একই চিত্র তার উদাহরণ স্বরূপ কিছু কথা গবেষণামূলক চরিত্রে তুলে ধরব ভারত বর্ষ তথা বাংলাদেশ জুড়ে। বাংলাদেশের পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিশীল মানুষ কিংবা লেখক'রা সবকালেই যেন সৃজনশীল লেখা জনসাধারণের নিকট নান্দনিক রূপেই হাজির করেছে। কিন্তু এই লেখকেরা তাদের জীবদ্দশায় আর্থিক অনটনেও ভুগেছে। উদাহরণ স্বরূপ, আমি নিজেই উপলব্ধি করছি,শুধু এইটুকু বলে শেষ করতে চাইনা এই লেখাটা। পাশ্চাত্যের গি দ্য মোপাসাঁ, ফিওদর মিখাইলোভিচ দস্তয়েভস্কির সহ প্রাচ্যের নজরুল, শরৎচন্দ্র বা জীবনানন্দের অদ্ভুত এক দারিদ্র্য তার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু, কালে কালে পাশ্চাত্যের লেখকসমাজের আর্থিক সংকট অনেকাংশে দূর হয়েছে। সেখানে অনেক দেশেই লেখা লেখিটা পেশা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। আর আমাদের দেশে সৎ ও নিষ্ঠাবান লেখক-সাংবাদিক কবিদের আজব মূল্য দেয় না , তারা মূল্য পাবে সে বিষয়ে এখনও পুরোপুরি বলা চলে না। তবে এ লেখা লেখির জগতে এখন 'তরুণ প্রজন্মরা' অনেকেই যেন আগ্রহ নিয়ে কাজ করছে। সুতরাং লেখালেখি এদেশের এমন একটি পেশা যেখানে উপার্জনের সম্ভাবনা প্রায় নেই। তবে যারা লেখা লেখি ভালো বাসে প্রানের তাগিদেই লিখে থাকে, অর্থের লালসায় নয়। বিকল্প উদাহরণ ছাড়া এ কথাটি আজকে জেনেবুঝেই বলছি। কেনো যেনো আজ হঠাৎ করে মনে হলো আমাদের দেশের সাংবাদিক ও পাঠকদের একটা গল্প শোনাবো। বাংলাদেশে সহ আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে 'সংবাদ পত্র এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালে' সমৃদ্ধ হয়েছে। বলাটা বাহুল্য হবে কতটা যে নিয়মিত অনিয়মিত দৈনিক, সাপ্তাহিক ও ম্যাগাজিনসহ বিভিন্ন পত্রিকাসমূহ এ দেশের জনগণের ইয়াত্তা নেই। আর 'জাতীয় দৈনিক ও ইলেক্ট্রনিক' মিডিয়া সংখ্যা গুনে বলা সম্ভব না। এই গুলো মিডিয়ার প্রায় সকলেরই যেন স্থানীয় প্রতিনিধি রয়েছে। মিডিয়ার জন্মহার বৃদ্ধির সাথে সাথেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে সাংবাদিক। কিন্তু, নাম মাত্র তারা সাংবাদিক, তাদেরকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। তাদের মধ্যে কেউ যদি পারিশ্রমিক পায় সেইটা যেন তাদের সৌভাগ্য।তারা বিশেষ কিছু কারণে তাদের সৃজনশীল চেষ্টার বার বার বাধাগ্রস্ত করে বেশকিছু অসাধু মানুষ। এই বিষয়টি নিয়েই মূলত লিখার চেষ্টা করছি। প্রথমত আজ থেকেই ৪০ বছর আগে যখন এতো আধুনিক ব্যবস্থা যোগাযোগ ছিল না, তখনও সাংবাদিক ছিল, সংবাদপত্রও ছিল। এ ধারণার সাংবাদিকরা কাজেকর্মে খুবই দক্ষ ছিল। শুধুই সাংবাদিকদের নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যটা হলো, এমন জগতে কিছু অসাধু মানুষের ক্রাইম করার প্রবনতা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। আগেরযুগে তারা চেষ্টাকে মূখ্য করে মানুষের ভাগ্য উন্নয়নেই সত্য লেখা প্রকাশ করে যথাযত ভাবে কাজ করতো। তাদের নিজের স্থানীয় "সংবাদপত্র" গুলো ছিল একধরনের 'পাঠশালা'। সেইখনেই তারা কর্ম করে বা পাঠ গ্রহন করে বাইসাইকেল ও পায়ে হেঁটে যেন যোগাযোগ করতো। তখনো কোনো সাংবাদিকরা বেতন পায় এটা কেউ ধারনা করতো না। আর সত্য কথা হলো, সাংবাদিকরা পেশা জগতে থাকলে বিয়ের জন্যে "পাত্রী পাওয়া" কঠিন ছিল। সেই সময়েই যারা পরিশ্রম করেছে তাদের মধ্যে অনেকে এখনো এমন পেশায় আছে। কিন্তু দুঃখ জনক হলেও সত্য ২০২০ সালে এসে তারা ভয়াবহ করোনায় আক্রান্ত হয়ে অনেক সুদক্ষ সাংবাদিকরা চীর বিদায় নিয়েছে। তাদের কাছে আমাদের অনেক শিক্ষার নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাদের লেখা ধ্যান ধারনা সাহস সংবাদ নির্বাচন ছিল ভিন্ন ধরনের। এখনকার এই যুগের সাংবাদিকদের নিকট "রূপকথার গল্প" মনে হতেই পারে। এযুগের ভাগ্যবান লেখক, কলামিষ্ট ও সাংবাদিকগণরা হয়তোবা বলবে যে আমাদের দেশের লেখকদের কোন সমস্যা নেই তবে বাংলাদেশের উপরে আঙ্গুল তুলতে পারে কেন জানেন?- প্রয়াত হুমায়ূন আহমেদ লিখেই তো সফলতা অর্জন সহ বহুত অর্থ উপার্জন করেছে, অথবা অন্য দু'একজন 'লেখক, কলামিষ্ট ও সাংবাদিকের নাম' উচ্চারণ করে বলতে পারে, এখনও ক্লান্তিহীনভাবেই তো তারা লিখে চলে। অবশ্যই এ গুলো দু'একটা উদাহরণটা ব্যতিক্রম। কিন্তু এটাও মনে রাখতেই হবে যে,- 'ব্যতিক্রম উদাহরণ দিয়ে সামাজিক রূপ ফুটে ওঠে না'। তবে তারা কষ্টকে আড়াল করে, লেখাটাকেই পেশা হিসাবেই বেছে নিয়েছে, এটাই সত্য। বলা যায় তারা আমাদের আইডল বা দিকনির্দেশনার পাথেও। আর তরুণপ্রজন্মের হাজার হাজার লেখকদের অনুপ্রেরণার অগ্রদূত।তবে আমি ব্যক্তিগতভাবেই লিখে যাচ্ছি কিন্তু টাকার প্রত্যাশা না করলেও কিছু টাকাপয়সা দিলে কারনা ভালো লাগে, আমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য সহ বাংলাদেশ, নেপাল জাপান, আমেরিকার দেশের বিভিন্ন ভাষার পত্রপত্রিকাতে লেখার চেষ্টা করি সেটা এক কথায় আন্তর্জাতিক স্তরে লেখক হিসাবে।তাও আমার দেশের মানুষ আমাকে হেয় করে, আমার পরিবারকে নিরাপত্তাহীনতায় রেখেছে। আমার কলমকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে দেশের মানুষ। কিন্তু আমি যতদিন বেঁচে থাকব এই কলমকে রোধ করার ক্ষমতা ঈশ্বর ছাড়া আর কারো নেই।এরপরে নেতাদের ছত্রছায়ায় থাকা সমাজ বিরোধিতা উল্টে আমার পরিবারের কাছে বিগত দিনে টাকার দাবি করেছিল।এই তো দেখা যায়, উল্টো আমাদের কাছেই চায়। তাই বলি- ১৬ বছরের লেখা লেখির জগতে আজ অনেকটাই ক্লান্ত তবুও লেখার জগত থেকে পিছপা হইনি। আগে সাংবাদিকতার গুনগত পরিবর্তন এতোটা খারাপ ছিল না। বেশ ক'টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ হতো তাদের যেন আদর্শ ছিল। 'সনাতন মূদ্রণ' পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

প্রশংসা কুড়াচ্ছেন 'কৃতি'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রভাস এবং কৃতি শ্যানন অভিনীত ছবি 'আদিপুরুষ' নিয়ে ইতোমধ্যেই তোলপাড় ফেলে দিয়েছে। পরিচালক ওম রাউত এবং সংলাপ রচয়িতা মনোজ ভক্তরা। তবে অনেকেই হয় তো জানেন না যে, 'জানকী' চরিত্রে পরিচালকের প্রথম পছন্দ ছিলেন না কৃতি। তাহলে কোন অভিনেত্রী ছিলেন 'জানকী' চরিত্রে পরিচালকের পছন্দ? আসলে কৃতির আগে চারজন অভিনেত্রীকে পছন্দ করেছিলেন পরিচালক। আজ সেই অভিনেত্রীদের কথাই শুনে নেয়া যাক।

'আদিপুরুষ' ছবিতে ভগবান শ্রীরাম বা 'রাঘব' চরিত্রে অভিনয় করেছেন দক্ষিণের সুপারস্টার প্রভাস। ছবির পরিচালক 'জানকী' চরিত্রের জন্য প্রথমে যোগাযোগ করেছিলেন দক্ষিণী অভিনেত্রী আনুশকা শেঠির সঙ্গে। আসলে 'বাহুবলী ২' ছবিতে অমরেন্দ্র বাহুবলী এবং দেবসেনা চরিত্রে নজর কেড়েছিল প্রভাস-আনুশকা জুটি। এমনকি দর্শকরাও পছন্দ করেছিলেন সেই জুটি। আর সেই কারণেই তার কাছে এই চরিত্রের জন্য প্রস্তাব গিয়েছিল। তবে অন্য কাজ হাতে থাকায় ব্যস্ত ছিলেন অভিনেত্রী। ফলে এই চরিত্রে আর অভিনয় করা হয়নি তার।

এরপর পরিচালক প্রভাসের বিপরীতে কীর্তি সুরেশকে ওই চরিত্রে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এমনকি ওই চরিত্রের জন্য প্রস্তাব গিয়েছিল তার কাছে। তিনি রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু দক্ষিণের সুপারস্টার রজনীকান্তের সঙ্গে কাজের প্রস্তাব পাওয়ায় তিনি সেই কাজ হাতে নেন। এমনকি চুক্তিও স্বাক্ষর করেন। ফলে 'আদিপুরুষ' ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন অভিনেত্রী।

আনুশকা শেঠি এবং কীর্তি সুরেশ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পরে বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা শর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন নির্মাতারা। কিন্তু তিনিও ছবিটি করতে চাননি। কারণ তিনি 'চাকদা এক্সপ্রেস' ছবির জন্য নেটফ্লিক্সের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। সেই কারণে এই ছবির কাজ আর হাতে নেননি আনুশকা শর্মা।

এখানেই শেষ নয়, এই চরিত্রের প্রস্তাব গিয়েছিল বলিউডের আর এক সুন্দরী অভিনেত্রীর কাছে। আর সেই অভিনেত্রী হলেন কিয়ারা আদভানি। 'শেরশাহ' এবং 'যুগ যুগ জিয়ো' ছবিতে কিয়ারার নিষ্পাপ সারল্যমাখা সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। এমনকি ছবির নির্মাতাদেরও এই বিষয়টা ভালো লেগেছিল। তবে দেবী সীতা বা 'জানকী' চরিত্রে কৃতি শ্যাননকে অসাধারণ মানিয়েছে, এমনটাই বলছেন।

বিশ্বসেরা 'কুমারী'র তকমা পেলেন উর্বশী

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : গোটা বিশ্বের সেরা কুমারী পুরস্কার পেলেন বলিউডের লাস্যময়ী অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলা। বিচারকদের মতে, এই মুহূর্তে উর্বশীই হলেন গোটা বিশ্বের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বিবাহযোগ্যা নারী! আর এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে আইডব্লিউএম বাজ অ্যাওয়ার্ড ২০২৩-এর পক্ষ থেকে। শুধু বিশ্বসেরা কুমারই নয়, সঙ্গে উর্বশীকে এদিন গ্লোবাল সুপারস্টার অ্যাচিভার সম্মানেও সম্মানিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে মিস ডিভা ইউনিভার্স খেতাব জেতেন উর্বশী। এরপর সেই বছর মিস ইউনিভার্স আসরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। এখন পর্যন্ত সুন্দরী প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি বিজয়ী হওয়ার রেকর্ড রয়েছে তার। পাশাপাশি বলিউডের 'সিং সাব দি গ্রেট', 'সনম রে', গ্রেট গ্র্যান্ড মাস্তি, 'হেট স্টোরি ফোর', 'পাগলপান্তি' প্রভৃতি সিনেমায় অভিনয় করেছেন উর্বশী। সবশেষ তাকে তেলেগু সিনেমা 'এজেন্ট' এর 'ওয়াইল্ড সালা' গানে স্বল্প উপস্থিতি দিতে দেখা গেছে।

'নিয়ত' এ গোয়েন্দা হয়ে ফিরছেন বিদ্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চার বছরের অপেক্ষা শেষে রুপালি পর্দায় ফিরছেন বিদ্যা বালান। এবার গোয়েন্দা চরিত্রে দেখা মিলবে বলিউডের এই অভিনেত্রীকে। ছবির নাম 'নিয়ত'।

অন্নু মেনন পরিচালিত এই ছবিতে খুনের রহস্যের উদঘাটন করবেন সত্যসন্ধানী বিদ্যা। নায়িকার শেষ থিয়েট্রিকাল রিলিজ ছিল 'মিশন মঙ্গল'। এরপর ওটিটি প্ল্যাটফর্মে তার একাধিক ছবি মুক্তি পেয়েছে ঠিকই, তবে সেভাবে দাগ কাটতে পারেননি বিদ্যা।

ছবিতে ছা-পোষা লুকেই পাওয়া গেল বিদ্যাকে। সবুজ শার্ট, মেরুন রঙের সোয়েটার আর বাদামি রঙের ওভারকোটে দেখা মিলল বিদ্যার। কপালের কাছে চুল ছোট করে ছাঁটা, একটি আয়নার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অভিনেত্রী। সেই আয়নায় ধরা পড়ছে সম্ভাব্য অপরাধীর প্রতিফলন।

নিয়তের ফার্স্ট লুক অনেকেই আগাথা ক্রিস্টি রচিত মার্ডার মিস্ট্রির কথা মনে করাচ্ছে।

গোয়েন্দারূপী বিদ্যা এবং তার আতশ কাচের নিচে থাকা সম্ভাব্য অপরাধীদের সাজপোশাক থেকে রুমের আবহ, সবের মধ্যেই আগাথা ক্রিস্টির লেখনীর সুর বাধা রয়েছে তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই! এর আগে 'ববি জাসুস' (২০১৪) ছবিতে গোয়েন্দা চরিত্রে আমরা দেখেছি বিদ্যাকে। বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল এই ছবি। এর বাইরেও পর্দায় একাধিকবার সত্য অনুসন্ধান করতে দেখা গেছে বিদ্যাকে। কখনো সুজয় ঘোষের 'কাহানি' আবার কখনো রিভু দাশগুপ্তের 'তিন' ছবিতে। এই ছবিতে বিদ্যার পাশাপাশি রাম কাপুর, রাহুল বোস, নীরজ কবি, অমৃতা পুরী, শাহানা গোস্বামী প্রমুখকে দেখা যাবে।

অন্নু মেননের সঙ্গে নিয়তের চিত্রনাট্য লিখেছেন প্রিয়া ভেঙ্কটরামন, অদ্বৈতা কালা এবং গির্বাণী ধ্যানী। করোনা-পরবর্তী সময়ে প্রথমবার সিনেমা হলে মুক্তি পাবে বিদ্যা বালানের ছবি। জগন শক্তির সাই-ফাই ছবি 'মিশন মঙ্গল'-এ অক্ষয়, সোনাক্ষীদের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছিলেন বিদ্যা। যদিও তার শেষ সোলো-রিলিজ ছিল 'তুমারি সুলু', যা মুক্তি পেয়েছিল ২০১৭ সালে। আগামী ৭ জুলাই বক্স অফিসে মুক্তি পেতে চলেছে 'নিয়ত'।

ক্রমশই কমছে আদিপুরুষের আয়!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রমেই কমছে 'আদিপুরুষ' সিনেমার আয়। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত সিনেমাটি ষষ্ঠ দিনে ভারতে আয় করেছে মাত্র তিন কোটি ২৫ লাখ রুপি (নেট)।

সবমিলিয়ে সিনেমাটি ছয়দিনে আয় করেছে ১২০ কোটি রুপি (নেট)। এরমধ্যে মুক্তির প্রথম তিন দিনেই সিনেমাটির আয় ছিল ১০৫ কোটি রুপি। খবর এনডিটিভি।

তেলেগু ভার্সনে মোটামুটি আয় করলেও প্রভাস, সাইফ আলি খান ও কৃতি শ্যানন অভিনীত সিনেমাটি হিন্দি ভার্সনে রীতিমতো মুখ থুবড়ে পড়েছে। অনেকেই বলছেন, আদিপুরুষ হতে চলেছে ভারতের বক্স অফিসের 'গ্রান্ড মাদার অব অল ডিজাস্টার।'

গত সোমবার থেকেই আদিপুরুষের আয় কমতে থাকে। অনেকেই বলছেন বাজে রিভিউ ও বিতর্কিত সংলাপের কারণে আদিপুরুষের এই বাজে দশা।

মেসির পরে সুনীল ছেত্রী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের পাকিস্তানের বিপক্ষে হ্যাটট্রিকের ফলে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকার চার নম্বরে উঠে এসে মেসির পাশেই অবস্থান করছেন ভারতীয় অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। উদ্বোধনী দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতীয় অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর হ্যাটট্রিকে পাকিস্তানকে ৪-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে স্বাগতিক ভারত।

কাতার বিশ্বকাপ দিয়ে সাফল্যের বৃত্ত পূরণ করা মেসি উত্তর আমেরিকায় ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন না, কয়েক দিন আগেই জানিয়েছিলেন। আগামীকাল ৩৬ বছর বয়সে পা দিতে যাওয়া মেসি আগামী বিশ্বকাপে খেলবেন না তা আগে থেকেই ধরে নিয়েছিলেন ভক্তরা। তবে নামটা যেহেতু মেসি, তাই তার না খেলা নিয়ে ভক্তদের মধ্যে আক্ষেপ জাগাটাই স্বাভাবিক। সম্প্রতি বেইন স্পোর্টসকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ফুটবল ক্যারিয়ারের ইতি টানার ইঙ্গিত দিয়ে মেসি বলেন, 'ফুটবলে সবই আমি অর্জন করেছি। এখানে পাওয়ার আর কিছুই নেই।'

কাতার বিশ্বকাপের পর প্রীতি ম্যাচে কুরাসাওয়ের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ১০০ নম্বর গোল পূর্ণ হয় আর্জেন্টাইন অধিনায়কের। ইতিহাসে মাত্র তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে দেশের হয়ে শততম আন্তর্জাতিক গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেন মেসি। মেসির আগে ইরানের আলী দাই এবং পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ১০০তম গোলের মাইলফলকে নাম লিখিয়েছিলেন।

আর্জেন্টিনার জার্সিতে সর্বোচ্চ ১৭৫ ম্যাচে তার সর্বমোট গোলের সংখ্যা ১০৩। পাঁচটি বিশ্বকাপ খেলে ২০১০ বাদে বাকি চার বিশ্বকাপেই আর্জেন্টিনার হয়ে গোল পেয়েছেন মেসি। হয়েছেন ২০১৪ ও ২০২২ বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ও। মেসির প্রথম গোল এসেছিল ২০০৬ সালের মার্চে প্রীতি ম্যাচে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে। ১৭ বছর আগে হওয়া ওই ম্যাচে অবশ্য হেরেছিল আলবিসেলেস্তেরা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মেসির সবচেয়ে প্রিয় প্রতিপক্ষ বলিভিয়া। তাদের বিপক্ষে ৮ গোল করেছেন সাতবারের এই ব্যালন ডি'অর জয়ী।

পরের অবস্থানে যৌথভাবে আছে ইকুয়েডর ও উরুগুয়ে। এই দুই দলের বিপক্ষে ৬টি করে লক্ষ্যভেদ করেছেন তিনি। সবশেষ বিশ্বকাপের আয়োজক কাতার হলো একমাত্র প্রতিপক্ষ, যাদের বিপরীতে একাধিকবার ম্যাচ খেলেও গোল পাননি মেসি। প্রীতি ম্যাচের বাইরে মেসির গোলের সংখ্যা ৫৪। যার মধ্যে ২৮ গোল এসেছে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। ফুটবল বিশ্বকাপ ও কোপা আমেরিকায় তিনি করেছেন সমান ১৩ গোল করে।

এদিকে রেকর্ড আটবারের সাফ চ্যাম্পিয়ন ভারত জয় পেয়েছে হেসে খেলেই। ম্যাচে সুনীল ছেত্রীর দ্বিতীয় গোলের মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় আর্জেন্টাইন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসির পরই জায়গা করে নিয়েছেন সুনীল ছেত্রী। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ছেত্রীর গোল এখন ৯০টি। এই ম্যাচে হ্যাট্রিকের পর টপকে গেলেন মালয়েশিয়ার মোক্তার দাহারিকে। ৯০টি গোল করতে ছেত্রী খেলেছেন ১৩৮ ম্যাচ। তবে এখনো ফুটবল খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন এমন তালিকা করলে ছেত্রীর অবস্থান তিনে। অর্থাৎ রোনালদো ও মেসির পরেই তার অবস্থান। ছেত্রীর দলীয় অর্জনও নেহাতেই কম নয়। ভারতের হয়ে ৩টি সাফ, দুটি ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ ও একটি এশিয়ান কাপ জেতেন ভারতীয় অধিনায়ক। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বেশি গোল রয়েছে পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর। গত সপ্তাহেই নিজের ক্যারিয়ারের ২০০তম ম্যাচ খেলে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে নিজের ১২৩ নম্বর গোলটি করেন এই তারকা।

খেলা যেহেতু ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার, তাই ফুটবলকে ছাপিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপই ছিল বেশি। ম্যাচের আগে-পরে দুই দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা চললেও মাঠে একচছত্র আধিপত্য দেখিয়ে খেলে ভারত। কিছুদিন আগে আন্তঃমহাদেশীয় কাপের শিরোপা জেতা ভারতের কাছে পাত্তাই পায়নি ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে তলানিতে থাকা পাকিস্তান। ম্যাচ শুরুর মাত্র ১০ মিনিটের মাথায় ভারতকে এগিয়ে দেন অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। পাকিস্তানের গোলকিপার সাকিব হানিফের ভুল পাসেই প্রথম গোলের দেখা পায় ভারত। বেশ কিছু সময় নিজের পায়ে রাখেন তিনি। সুনীল সামনে গিয়ে তার ওপরে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে থাকেন। ডান দিকে এক সতীর্থকে পাস দিতে গিয়ে ভুল করেন হানিফ। তিনি বলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে ছেত্রী বল নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বল জালে ঠেলে দেন। ৫ মিনিট পরে পেনাল্টি পায় ভারত। বক্সের বাইরে থেকে গোলবার লক্ষ্য করে অনিরুদ্ধ থাপার শট ডি বক্সের ভেতরে পাকিস্তানের এক ডিফেন্ডারের হাতে লাগে। রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজান। পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়াতে ভুল করেননি ছেত্রী। পোস্টের ডান দিকে ছেত্রীর বাড়ানো শট পাক গোলকিপার ঠিক দিকে লাফ দিলেও নাগাল পাননি। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে লাল কার্ড দেখেন ভারতের কোচ ইগর স্টিমাচ। বিরতির পর আরো একবার পাকিস্তানের জাল নিশানা বানান ছেত্রী। দ্বিতীয়ার্ধের ৭২তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে পূর্ণ করেন হ্যাটট্রিক। ৮১ মিনিটের মাথায় উদন্ত সিং দলের চতুর্থ গোলটি করে পাকিস্তানের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেন।

এর আগে দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্বকাপ খ্যাত সাফে ভিসা জটিলতার কারণে পাকিস্তানের অংশগ্রহণই অনিশ্চয়তার সুতোয় ঝুলছিল। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ভেন্যু বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে এসে পৌঁছায় তারা। ফিফার নিষেধাজ্ঞার ধকল কাটিয়ে মাঠে ফেরা পাকিস্তানের লক্ষ্য ছিল কমপক্ষে ড্র করার। তবে শক্তিশালী ভারতের বিপক্ষে ভুলে যাওয়ার মতোই শুরু করল দলটি।

কেন প্রেমিকার কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন নেইমার?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এবার নেইমারের সুমতি হয়েছে। সন্তানসম্ভবা প্রেমিকা ব্রুনা বিয়ানকার্দির কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে নেইমার বলেছেন, তোমাকে ছাড়া আমি নিজেকে কল্পনাই করতে পারি না।

অন্তঃসত্তা বিয়ানকার্দি এ বছরই মা হবেন। সেই মুহূর্তে একটা খবর শোরগোল ফেলেছে। সামনে এসেছে তার ও নেইমারের একটা অদ্ভুত চুক্তির কথা। নেইমার তার পোস্টে বলেছেন, 'আমি একটি ভুল করেছি। আমি তোমার সাথে একটি ভুল করেছি। আমি সাহস করেই বলছি প্রতিদিন আমি ভুল করে চলেছি। তবে আমি বাড়িতেই বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সাথে করা আমার ব্যক্তি জীবনের সমস্যার মিটমাট করে ফেলি।'

সম্প্রতি এক খবর ছড়ায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ইনফ্লুয়েন্সার ফের্নান্দো কাম্পোসের প্রেম করছেন নেইমার। ব্রাজিলের এক সাংবাদিক দাবি করেছেন, বর্তমান প্রেমিকার সাথে একটি বিশেষ 'চুক্তি' আছে নেইমারের। সেই চুক্তিমতে নেইমার চাইলে অন্য কারো সাথে প্রেম করতে পারবেন। তবে ব্রুনা বিয়ানকার্দি সরাসরি এই দাবি নাকচ করেছেন। সেই সাথে ওই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন।

নেইমার আরো লিখেছেন, 'আমার জীবনের সবচেয়ে বিশেষ মানুষটিকে এই ঘটনা ভোগাচ্ছে। যে নারীকে আমি আমার স্বপ্নেও অনুসরণ করি, যে আমার সন্তানের মা। আমি তার পরিবারের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি, যা আমারও পরিবার। এই ঘনিষ্ঠতা তাকে মাতৃত্বের মতো বিশেষ মুহূর্তে নিয়ে গেছে। আমি এরইমধ্যে আমার ভুলের বিষয়ে ক্ষমা চেয়েছি। তবে আমি তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারছি না। আমার মনে হয় জনসম্মুখে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। যদি কোনো ব্যক্তিগত বিষয় জনসম্মুখে চলে আসে, তবে তার ক্ষমাও জনসম্মুখেই চাওয়া উচিত।'

নেইমারের চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে ওই সাংবাদিকের দাবি ঠিক হতেও পারে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পরই হয়তো নেইমার অনুতাপ বোধ করেছন। অনুশোচনায় ভুগছেন।

পাকিস্তানকে বিশ্বকাপ বয়কট

করার পরামর্শ মিয়াদাদের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই) আক্রমণ করলেন সাবেক ক্রিকেটার ক্রিকেটার জাভেদ মিয়াদাদ। তার স্পষ্ট বক্তব্য, এশিয়া কাপ খেলতে বিসিসিআই যখন পাকিস্তানে দল পাঠাচ্ছে না, তখন পাকিস্তানেরও বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাওয়ার দরকার নেই। খসড়া সূচি অনুযায়ী, ১৫ অক্টোবর আমেদাবাদে ভারতপাকিস্তান ম্যাচ হওয়ার কথা। কিন্তু মিয়াদাদ বলছেন, পাকিস্তান ২০১২ এবং ২০১৬ সালে ভারত সফরে গিয়েছিল। এবার ভারতের পালা পাকিস্তানে আসার।

এরপরই মিয়াদাদের সংযোজন, আমি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গায় থাকলে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যেতাম না। আমরা বরাবরই ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে আগ্রহী। কিন্তু ভারত কোনও আগ্রহ দেখায় না। মিয়াদাদ আরও বলেছেন, পাকিস্তান ক্রিকেটকে এত হেয় করার কিছু নেই। আমরা নিয়মিত প্রতিভা তুলে আনছি। তাই মনে হয় না, ভারতে খেলতে না গেলে পাকিস্তান ক্রিকেটের বড় কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে। আমার পরিষ্কার কথা, ভারত এশিয়া কাপ খেলতে পাকিস্তানে না এলে, এবার আমাদেরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

প্রসঙ্গত, ভারত শেষবার পাকিস্তান গিয়েছিল সেই ২০০৮ সালে এশিয়া কাপ খেলতে। তারপর থেকে আর ও দেশে পা রাখেনি টিম ইন্ডিয়া। নিরাপত্তাই কারণ। মিয়াদাদ বলেন, খেলার সঙ্গে রাজনীতিতে মিশিয়ে ফেলা ঠিক নয়। খেলাই পারে দু'দেশের মানুষকে আরও কাছে আনতে।

মৌসুমের প্রথম এল-ক্লাসিকো

বার্সেলোনার মাঠে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লিগ কর্তৃপক্ষ ২০২৩-২৪ মৌসুমের লা লিগার সূচি প্রকাশ করেছে। আগামী ১৩ আগস্ট গেটাফের মাঠে ম্যাচ দিয়ে লিগ শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করবে বার্সেলোনা। একই দিন রিয়াল তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে অ্যাটলেটিক বিলবাওয়ের মাঠে।

আসছে মৌসুমে লা লিগায় প্রথম এল-ক্লাসিকো ম্যাচটি হবে আগামী ২৯ আগস্ট। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা এদিন আতিথ্য দেবে রিয়াল মাদ্রিদকে।

ক্যাম্প ন্যুতে সংস্কার কাজ চলায় বার্সেলোনা হোম ম্যাচটি খেলবে লুইস কোম্পানিস অলিম্পিক স্টেডিয়ামে। ফিরতি লেগের ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ২০২৪ সালের ২১ এপ্রিল। রিয়ালের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে হবে এ লড়াই।

গত মৌসুমের মতো এবারও প্রাক-মৌসুমে দেখা হবে বার্সেলোনা ও রিয়ালের। আগামী ২৯ জুলাই ম্যাচটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে। এদিকে সূচি অনুযায়ী আগামী মৌসুমে লা লিগার পর্দা নামবে ২৬ মে।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নেপালকে

বড় ব্যবধানে হারাল উইন্ডিজ

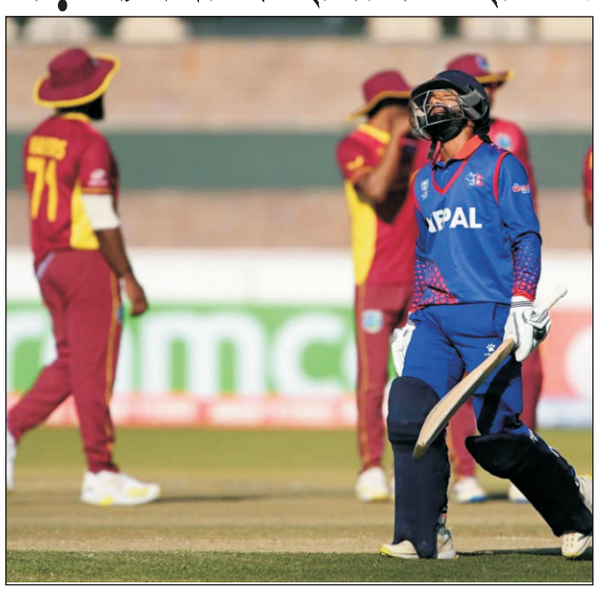

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়ানডে প্রথম দুই বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্রিকেটে একটা সময় দলটির ছিল প্রচণ্ড দাপট। কালের বিবর্তনে সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল আগের মতো নেই। এতটাই অসহায় অবস্থা এখন, খেলতে হচ্ছে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব। জিম্বাবুয়েতে চলছে অক্টোবরে অনুষ্ঠেয় ওয়ানডে বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব। সেখানে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ বৃহস্পতিবার নেপালকে ১০১ রানে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

জিম্বাবুয়ের হারারে স্পোর্টস গ্রাউন্ডে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে সাত উইকেটে ৩৩৯ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জবাবে ৪৯.৪ ওভারে ২৩৮ রানে অলআউট হয় নেপাল।

টস জিতে ক্যারিবিয়ানদের ব্যাটিংয়ে পাঠান নেপাল অধিনায়ক রোহিত পাওদেল। ব্যাট হাতে শুরুটা ভালো হয়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজের। মাত্র ৯ রানেই হারায় প্রথম দুই উইকেট। ৫৫ রানে তৃতীয় উইকেট চলে যাওয়ার পর দলের হাল ধরেন অধিনায়ক শাই হোপ ও নিকোলাস পুরান।

চতুর্থ উইকেট জুটিতে দুজন গড়েন ২১৬ রানের বিশাল জুটি। সেঞ্চুরি তুলে নেন দুজনই। ১২৯ বলে ১৩২ রান করেন হোপ। পুরান খেলেন ৯৪ বলে ১১৫ রানের ইনিংস। এই দুজনের গড়ে দেওয়া ভিতটাকে আরেকটু শক্ত করেন শেষ দিকে ১৪ বলে ২৯ রানের ক্যামিও খেলা রভম্যান পাওয়েল। এতেই ক্যারিবিয়ানরা পায় ৩৩৯ রানের বড় সংগ্রহ।

নেপালের পক্ষে তিন উইকেট শিকার করেন ললিত রাজবানসি আর সন্দীপ লামিচানে পান এক উইকেট।

বিশাল লক্ষ্যের পিছু ছুটতে গিয়ে পাঁচ রানেই প্রথম উইকেট হারায় নেপাল। রান ৫০ হওয়ার আগেই সাজঘরে ফেরেন নেপালের তিন ব্যাটার। এরপর কিছুটা চেষ্টা করেন আরিফ শেখ (৬৩), গুলশান ঝা (৪২) ও অধিনায়ক রোহিত (৩০)। কিন্তু, তাদের রানগুলো কেবল হারের ব্যবধান আরও বড় হওয়া থেকে নেপালকে বাঁচিয়েছে। ৫০তম ওভারের দুই বল বাকি থাকতেই ২৩৮ রানে অলআউট হয় তারা।

ক্যারিবিয়ানদের পক্ষে তিন উইকেট নেন জেসন হোল্ডার। কিমো পল পান দুই উইকেট। এর আগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে ৩৯ রানে হারিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

বিশ্বকাপ বাছাই:

শেষ বলে স্কটল্যান্ডের অবিশ্বাস্য জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রোমাঞ্চের নানা মোড় ঘুরে ম্যাচের ভাগ্য গড়াল শেষ বলে। জয়ের জন্য স্কটল্যান্ডের দরকার ২ রান। ক্রিজে শেষ উইকেট জুটি। মার্ক অ্যাডায়ারের অফ স্টাম্পের বাইরের বল ঠিকমতো খেলতে পারলেন না মাইকেল লিস্ক। তবে ব্যাটের কানায় লেগে উইকেটকিপারকে ফাঁকি দিয়ে বল চলে গেল বাউন্ডারিতে। জয় নিশ্চিত হতেই ব্যাট তুলে হুঙ্কার ছাড়লেন লিস্ক, আলিঙ্গনে বাঁধলেন সতীর্থকে। স্কটল্যান্ডের ড্রেসিংরুমেও তখন খুশির জোয়ার। সেটিই স্বাভাবিক। যেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচটি জিতল স্কটিশরা, অবিশ্বাস্য বললেও যেন কম বলা হয়! ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে বুধবার (২১ জুন) আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ১ উইকেটে স্মরণীয় জয় পেয়েছে স্কটল্যান্ড। বুলাওয়ায়োতে ২৮৭ রানের লক্ষ্য তাড়ায় ৩৪তম ওভারে ১৫২ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল স্কটিশরা। ম্যাচ তখন আইরিশদের মুঠোয়। তাদের জয়টা মনে হচ্ছিল মাত্র সময়ের ব্যাপার। সেখান থেকে অষ্টম উইকেটে মার্ক ওয়াটের সঙ্গে ৬৭ বলে ৮২ ও নবম উইকেটে সাফওয়ান শরিফের সঙ্গে ২৭ বলে ৫০ রানের জুটিতে দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নেন লিস্ক। শেষ ৪ ওভারে স্কটল্যান্ডের দরকার যখন ৪৪, জশ লিটলের একই ওভারে লিস্কের দুটি করে চার-ছক্কায় আসে ২২ রান। শেষ ওভারে দরকার ছিল ৮ রান। অ্যাডায়ারের প্রথম বলে চার মারেন লিস্ক, মিস ফিল্ডিং করেন হ্যারি টেক্টর। পরের বলে আসে ১ রান। তৃতীয় বলে ক্যাচ দিয়ে নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হন শরিফ। ৩ বলে চাই ৩। চতুর্থ বল ব্যাটে লাগাতে পারেননি এগারো নম্বর ব্যাটসম্যান ক্রিস সোল। র‍্যাম্প শটের চেষ্টায় পরের বলেও ব্যাট ছোঁয়াতে পারেননি তিনি। তবে 'বাই' থেকে ১ রান নিয়ে স্ট্রাইকে যান লিস্ক। এরপর শেষ বলে তার ওই চার আর স্কটল্যান্ডের নাটকীয় জয়।

সাত নম্বরে নেমে ৬১ বলে অপরাজিত ৯১ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে জয়ের নায়ক লিস্ক। ৯ চার ও ৪ ছক্কায় গড়া তার ইনিংসটি। ৪৭ বলে ৪৩ রানের মূল্যবান ইনিংস খেলেন ওয়াট। ওপেনার ক্রিস্টোফার ম্যাকব্রাইডের ব্যাট থেকে আসে ৬০ বলে ৫৬ রান।

এর আগে ম্যাচের প্রথম ৩ বলে ২ উইকেট এবং ৭০ রানে ৫ উইকেট হারানোর পরও আয়ারল্যান্ড তিনশর কাছাকাছি পুঁজি পেয়েছিল মূলত কার্টিস ক্যাম্পার ও জর্জ ডকরেলের দুর্দান্ত দুটি ইনিংসে।

ক্যারিয়ারের প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরিতে ১০৮ বলে ৯ চার ও ৪ ছক্কায় ১২০ রান করেন ক্যাম্পার। ৯৩ বলে ৬৯ রান করেন ডকরেল। ষষ্ঠ উইকেটে দুজনের জুটিতে আসে ১৩৬ রান। আইরিশদের সব প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গেল। বাছাইয়ে প্রথম দুই ম্যাচেই হারল তারা। আগের ম্যাচে তাদের ২৮১ রান তাড়া করে জিতে চমক দেখায় ওমান।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR